

DAKSHINASIAR
SAHITYA SOMAJ O SANSKRITI
Edited by Mrinmoy Sarkar

ভীষ্ম ও অন্ধ তেজী

© সর্বস্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর, ২০২০

প্রচ্ছদ-শিল্পী : ঋতদীপ রায়

ডি.টি.পি. কম্পোজ

প্রোগ্রেসিভ পাবলিশার্স

৩৭এ, কলেজ স্ট্রীট

কলকাতা-৭০০ ০৭৩

দাম : ১৮০ টাকা

Rupees One hundred Eighty only

ISBN : 978-81-8064-340-8

মুদ্রক

নারায়ণ প্রিন্টিং

৩, মুক্তারামবাবু লেন

কলকাতা-৭০০ ০০৭

বিশালীচাঁদ ভাবীপ্রমোদ

শ্রী কমল মিত্র কর্তৃক প্রোগ্রেসিভ পাবলিশার্স-এর পক্ষে ৩৭এ, কলেজ স্ট্রীট

কলকাতা-৭০০ ০৭৩ থেকে প্রকাশিত এবং নারায়ণ প্রিন্টিং

৩, মুক্তারামবাবু লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৭ থেকে মুদ্রিত।

Prasanta Kumbhakar

(৭)



মহাভারতের মানদণ্ডে প্রাচীন ভারতীয় সমাজে অসবর্ণ বিবাহের অনুসন্ধান ও পর্যালোচনা

প্রশান্ত কুম্ভকার*

ভারত এক বৈচিত্র্যময় দেশ। নানা ভাষা নানা জাতি নানা পরিধানের সমন্বয়ে গঠিত এই দেশের সমাজ বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ। বিচিত্র তার কৃষ্টি-কালচারও। ভারতে এই বিচিত্রতার কারণ নানা জাতি ও কৃষ্টির সমাবেশ। অতি প্রাচীন কালে সেই নিখোবটু থেকে শুরু করে প্রোটো-অস্ট্রালয়েড, অস্ট্রিক, প্রাক-দ্রাবিড়, দ্রাবিড়, আর্য, ভোট্টান রা মঙ্গোলীয় প্রভৃতি নানা জাতির মানুষ এসে মিশেছে ভারতীয় জনশ্রোতে। তারফলে ভারতবর্ষে জাতি যেমন বিচিত্র তেমনি বিচিত্র তার ভাষা ও জীবন যাপনের পদ্ধতি। সুতরাং এহেন বৈচিত্র্যপূর্ণ দেশে বিবাহ-প্রথাও যে বৈচিত্র্যপূর্ণ হবে, তাতে আর আশ্চর্য কী।

এই পৃথিবীর সৃষ্টি-রহস্য নিয়ে যারা দীর্ঘকাল গবেষণা করেছেন সেই সব বৈজ্ঞানিকদের মতানুযায়ী সৃষ্টির আদিপর্বে সবই ছিল জ্বলন্ত, অগ্নিময় ও বাষ্পাচ্ছন্ন। দীর্ঘকাল পরে ক্রমে ক্রমে সেই অগ্নিময় পৃথিবী শীতল হতে থাকে এবং আরও পরে তা জীবকুলের বসবাসের উপযোগী হয়ে ওঠে। তেমনি সব দেশের সমাজ ব্যবস্থার আদিপর্ব ছিল উগ্র উচ্ছৃঙ্খলতার যুগ।^১ সংসার যাত্রার পরিবেশ ও পরিস্থিতি আসে আরও অনেক পরে। কিন্তু সংসারের অনুকূল পরিবেশ তৈরি হলেও মানুষের উদ্যম প্রবৃত্তি সর্বতোভাবে দূর হয়নি। শুধু ভারতবর্ষ নয়, পৃথিবীর সব দেশের পক্ষেই একথা প্রযোজ্য। ক্ষিতিমোহন সেন তাই প্রাচীন ভারতে নারী গ্রন্থের 'সামাজিক অবস্থা বিবাহ' প্রবন্ধে বলেছেন— “ভারতের বহু পুরাতন কথা লোকে স্মরণে রাখিয়াছে, তাই তাহার অনেক গলদের খবর এখনও পাওয়া যায়। এমনকি একদিন যে বিবাহ প্রথাও সমাজে ছিল না সে কথা অন্য সব দেশ ভুলিয়া গেলেও ভারতবর্ষ ভোলে নাই। সেইসব অতি পুরাতন উচ্ছৃঙ্খল যুগের কথা ভারতবর্ষ এখনও রক্ষা করিয়া চলিয়াছে”(পৃষ্ঠা ৩৩)।

মহাভারতের আদিপর্বে ১২২ তম অধ্যায়ে দেখা যায় যে, উদালক নামে এক মহাঋষি ছিলেন। তাঁর পুত্রের নাম শ্বেতকেতু। সেই শ্বেতকেতুর সামনেই এক ব্রাহ্মণ ভিখারি তাঁর মায়ের হাত ধরে নিয়ে গেলেন যৌন ইচ্ছা চরিতার্থ করতে। এতে শ্বেতকেতু রেগে গেলেন। পিতা উদালক বোঝালেন যে এতে রাগ করার কিছু নেই, এটাই সনাতন ধর্ম। এই ধর্মানুসারে সংসারে সকল নারীই অনাবৃত্তা এবং স্বেচ্ছাবিহারিণী—

“মা তাত কোপং কার্ষীত্বমেব ধর্মঃ সনাতনঃ।

অনাবৃত্তা হি সর্বেষাং বর্ণানামঙ্গনা ভুবি।।”

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ছাতনা চণ্ডীদাস মহাবিদ্যালয়, বাঁকুড়া

Prasanta Kumbhakar